সংবাদ

তারিখ ... 19 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ১ ...

বরিশালে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই জব্দ

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

ঢাকা থেকে যাত্রীবাহী লঞ্চে মালামাল হিসাবে নিয়ে আসা দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই উদ্ধার করা হয়েছে। ঢাকা থেকে লঞ্চযোগে বরিশালে আনার পর বরিশাল নগরীর নৌবন্দরে এসব বই আটক করা হয়।

প্লাস্টিকের চট দিয়ে তৈরি বইয়ের প্যাকেটে নগরীর প্রতিষ্ঠিত দুটি পুস্তক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'রহমানিয়া লাইব্রেরি' এবং 'ইসলামিয়া লাইব্রেরির' নাম লেখা থাকায় আটক করা বই ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে। তবে বই আটক করার পর দুটি লাইব্রেরির মালিক পক্ষই ওই বইয়ের মালিকানা অস্বীকার করেছেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. কামরুজ্জামান জানান, বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে আসা যাত্রীবাহী লঞ্চ পারাবত-১১ তে যাত্রীদের ল্যাগেজ হিসাবে নগরীর বিভিন্ন পুস্তক বিক্রেতা দোকানে বিক্রির জন্য চটের প্যাকেট ভর্তি বিপুল পরিমাণ বই আনা হয়। বেলা ১১টার দিকে বইগুলো লঞ্চ থেকে নামিয়ে সংশ্লিষ্ট বইয়ের দোকানে নেয়া হচ্ছিল। ওই বইয়ের বস্তার মধ্যে নিষিদ্ধ গাইড ও নোট বই রয়েছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নৌবন্দর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালান হয়। এ সময় ৫২টি বস্তা খুলে ওই প্যাকেটের মধ্যে ২য় শ্রেণী ও ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড ও নোট বই উদ্ধার করা হয়েছে। পুস্তক বিক্রি আইন ১৯৮০ এর ৩ ধারায় ২য় শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত গাইড ও নোট বই প্রকাশনা এবং বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ায় ওই বইগুলো জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত বইয়ের মূল্য আনুমানিক ৫ লাখ টাকা।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. কামরুজ্জামান জানান, আটক করা বইয়ের চটের বস্তার ওপর রহমানিয়া লাইব্রেরি ও ইসলামিয়া লাইব্রেরির নাম লেখা থাকায় ওই দুই প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষকে খবর দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ লঞ্চঘাটে যাননি। তাই বইগুলো পরিত্যক্ত হিসাবেই জব্দ করে জেলা প্রশাসনের ট্রেজারিতে রাখা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলে বইগুলো পুড়িয়ে ফেলা হবে। কারণ নিলামে কেজি দরে বিক্রি করা হলে বইগুলো আবার বাজারে চলে যেতে পারে।

রহমানিয়া লাইব্রেরির মালিক মিজানুর রহমান জব্দকৃত বইয়ের মালিকানা অস্বীকার করে জানান, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই লাইব্রেরিতে প্রেরণ করে থাকে।

বইয়ের দোকানদের অজান্তেই প্রকাশনা সংস্থা এ কাজ করে। একই কথা বলেছেন ইসলামিয়া লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী জামায়াত নেতা সিদ্দিকুর রহমান।